দৈনিক ইনকিলাব

84

তারিখ ... ... JAN. 0 4 2000...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে সরকার পরিকল্পিতভাবে ধর্মভিত্তিক লেখা বাতিল করেছে

হাসান মাহমুদ ॥ সরকার অত্যন্ত কৌশলে পাঠ্যপুস্তকে ধর্মভিত্তিক রচনায় ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর আঘাত হেনেছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (বিএনসিটিবি) কিছু পোষা আমলা কর্তৃক উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যবই থেকে পরিকল্পিতভাবে ধর্মভিত্তিক রচনাগুলো বাতিল করে দিয়েছে। 'উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন' নামের এই পাঠ্যপুস্তকটি বর্তমানে দেশের সমগ্র কলেজে সরকার অনুমোদিত বই হিসেবে চালু রয়েছে। সূত্র জানায়, পূর্বপরিকল্পিতভাবে আওয়ামী লীগ সরকার বইটির নতুন সংস্করণে হাত দেয়। কলেজপড় য়া হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মন থেকে ধর্মীয় চেতনা মুছে দেয়ার লক্ষ্যে ধর্মভিত্তিক প্রবন্ধ ও কবিতা বাতিল করার এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা মোতাবেক এ কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানা যায়। ৪৭৪ পৃষ্ঠার বইটি ৪০ বছরের ঐতিহ্য ভেঙ্গে 'নতুন কলেবরে' প্রকাশ করার মাঝে কী মর্মার্থ রয়েছে তা শিক্ষক মহল অবগত নন। গত ৪০ বছর ধরে প্রচলিত, বিখ্যাত ও জনপ্রিয় প্রবন্ধ এবং কবিতা তুলে দিয়ে একটি বিশেষ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কবিতা গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা নতুন প্রজন্মের প্রাণ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় তাদের আবশ্যকীয় পাঠ্যপুস্তক থেকে পরিকল্পিতভাবে ধর্মীয় লেখা তুলে দিয়ে তাদেরকে ধর্ম বিদ্বেষী করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগে প্রকাশ। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ শওকত আলী তার প্রসঙ্গ কথায় উল্লেখ করেন। ৪০ পছরের ঐতিহ্যবাহী পাঠ্য বইটি সমকালীন যুগের উপযোগী করে জ্ঞানের বিস্তার ঘটাতেও পদক্ষেপ নেয়া

(১৪ এর পাতায় দেখুন)

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে সরকার পরিকল্পিতভাবে ধর্মভিত্তিক লেখা বাতিল করেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। আসলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তড়িঘড়ি করে বইটি কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। এতে বিভিন্ন লেখায় মারাত্মক ভুলভ্রান্তি থাকায় শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। ভুলের মাত্রা এতই বেশী যে অনেক গদ্য পড়া যায় না। এমনকি এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান জনাব শওকত আলী যেখানে স্বাক্ষর করেছেন তাতেও ভুল রয়েছে। তার স্বাক্ষরের নীচে মুদ্রণ রয়েছে 'জাতীয় শিক্ষক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।' প্রকৃতপক্ষে সেখানে হবে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।' এই মানের একটি বই হাজার হাজার কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া সঙ্গত হয়েছে কিনা তা নিয়ে তথ্যাভিজ্ঞ মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে বইটিতে ইসলাম ধর্মভিত্তিক লেখা বাতিল করায় শিক্ষার্থীগণও ক্ষুব্ধ। বিশাল আকারে বইটি প্রকাশ হলেও শুধু মুসলমান ধর্ম সম্পর্কিত রচনা তুলে দেয়ার রহস্যটি কি তা অজ্ঞাত। একটি বা দু'টি লেখা নয়, প্রায় এক ডজন লেখা বাতিল করা হয়েছে। সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তক থেকে ধর্মভিত্তিক রচনা কৌশলে তুলে দিয়ে শিক্ষার্থীদের ধর্ম নিরপেক্ষতার দীক্ষা দিতে চেয়েছে বলে শিক্ষক মহল ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যুব সমাজ দেশের প্রাণ, কিন্তু এ বয়সে তাদেরকে ধর্মীয় অনুরাগী না করে বিদ্বেষী করে তোলার পাঁয়তারা চলছে বলে শিক্ষক মহল কর্তৃক ধারণা করা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর এই বইটিতে অধিকাংশ লেখা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, অথচ সেখানে ধর্মীয় লেখাগুলোও যেন বাদ দেয়া হয়েছে। বইটির কবিতা অংশে রাসূলের অন্তিম শয্যা, পলাশীর যুদ্ধ, লায়লাতুল কদর, শবেবরাত প্রভৃতি ধর্মীয়ভিত্তিক রচনা বাদ দেয়ার সহস্য কি তা অজ্ঞাত। একই অবস্থা গদ্য অংশেও রয়েছে। যেমন কারবালার পর, আদর্শ মহাপুরুষ, সুবেহ সাদেক, স্পেনে মুসলমান সভ্যতা, নামাজ, বিদায় হজ্ব প্রভৃতি ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ সমৃদ্ধ রচনা তুলে দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে এমন সব রচনা ঠাঁই পেয়েছে যেখানে রয়েছে আপত্তিকর সব শব্দ। যেমন 'একটি মৃতদেহের উক্তি'

কবিতায় লেখা রয়েছে– 'এসেছিল একটি কুকুর ছানা/ ...একান্ত দায়িত্ব হল সেই গোমূর্খ কুত্তার।' এসব পড়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছেলে-মেয়েদের চারিত্রিক মনোবল কতটুকু সমৃদ্ধ হবে তা নিয়ে বিজ্ঞ মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বইটির কোন কোন অংশে আরবী শব্দ কৌশলে বদলে দেয়া হয়েছে। জসিম উদ্দীনের 'কবর' কবিতায় তার প্রমাণ রয়েছে। সাহিত্যের বই হিসেবে এর গঠনশৈলী যেমন হওয়া প্রয়োজন ছিল তা না হয়ে শব্দার্থ, ব্যাকরণের যে বাহুল্য আলোচনা টেনে আনা হয়েছে তাতে

সাহিত্যের বই ব্যাকরণের বই হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছে বলে শিক্ষক মহল সূত্রে অভিযোগ করা হয়েছে। যুব সমাজের কাছে নন্দিত এসব রচনা তুলে দিয়ে কুকুরের প্রশংসামূলক কবিতার সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে। এমনকি প্রকাশিত সিলেবাসের সঙ্গে বইটির গদ্য ও পদ্যের কোন সঙ্গতি রাখা হয়নি বলে শিক্ষার্থীগণ চরমভাবে বিভ্রান্ত।